উত্তরাখন্ডে জাতীয় গেমসের আসর

উত্তরাখন্ডে এই মুহূর্তে বসেছে জাতীয় গেমসের আসর। জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ থেকে আরম্ভ হয়েছে ৩৮ তম জাতীয় গেমস। এবং চলবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই বাংলার যোগদান ঘোষণা করা হয়েছে। এই রাজ্যের তরফেও প্রতিযোগীর সংখ্যা - ৩১৪ জন।

স্বামী বিবেকানন্দের বাসভবনে গ্রন্থপ্রকাশ

প্রবাহিত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে তথা আবেগকে বশে রাখতেই বা আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে আধ্যাত্মিক জগতের। এবং তা মানবজীবনের আশু দরকার। এই নিয়েই আলোকপাত করা হয়েছে - শ্রীবিদ্যা সপর্যা বিধি গ্রন্থে এবং তা উদ্বোধন করা হয়েছে।

চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্টের নতুন পদক্ষেপ

"পুবে তাকাও নীতি'কে - অগ্রাধিকার দিয়েই চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট আগামীদিনে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী। এর পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তুলতে তৎপর।

Monthly Newspaper:
- Vol-2 ● Issue - 3
- March 2025
- link with RNI Regn.No. WBBEN16094
- Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023
- Price: 5/-

সন্দেশ

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এর একমাত্র প্ল্যাটফর্ম

বসন্ত উৎসবে এবছর তারাপীঠে নতুন নিয়ম

মায়া চট্টোপাধ্যায়: (বীরভূম) এবছর দোল উৎসবে তিন দিন ছুটি। কলকাতার কাছে পর্যটকদের জন্য বোলপুর বা তারাপীঠ চটজলদি মেতে ওটার স্থান। কিন্তু এই বছর যেহেতু বোলপুর শান্তিনিকেতনে সর্বসাধারণের জন্য বসন্ত উৎসব বন্ধ কাজেই হুজুকে বাঙালি ভিড় করতে পারেন বীরভূমের নানান জায়গায়। যেখানে পৌঁছলে মনের শান্তি ও প্রাণের আরাম পেয়ে যাবেন। কিন্তু তারাপীঠের মন্দির কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কিছু নিয়মাবলী ঘোষণা করবেন বলে সূত্রের খবর। অন্যান্য বছরে মা তারার দর্শনে আসেন এবং গর্ভগৃহে মা এর চরণে আবির দেন অসংখ্য পুন্যার্থী। মানুষের মঙ্গলকামনায় এই প্রথা চলছে বহু বছর। এতদিন শান্তিনিকেতন এবং তারাপীঠে মানুষ যেতেন কাজেই জনসমাগম ব্যালেন্স থাকতো। শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব বন্ধ হওয়ার পর থেকে তারাপীঠে মানুষের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। মাত্র কয়েকদিন আগে মহাকুম্ভে হাজার হাজার মানুষের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু মিছিলে টনক নড়েছে প্রায় প্রত্যেক ধর্ম - স্থানের কর্তৃপক্ষের। তবে প্রসঙ্গত বলা যায় এই মৃত্যু মিছিল যদি বাংলায় ঘটতো ভারতবর্ষের মানুষ বাংলার শাসকের আদ্য -শ্রাদ্ধ করতে ছাড়তেন না। ধর্ম আমরা প্রায় সবাই মানি। মানতে বাধ্য। কারণ ধর্ম নিয়েই তো বেঁচে থাকা। কিন্তু তাই বলে এভাবে ক্ষতি ডেকে আনার তো কথা নয়। বাংলার মানুষ কয়েকদিনের ছুটি উদযাপন করুন কিন্তু নিয়ম মেনে উৎসব করা শ্রেয়। যাদের প্রাণ যায় তাঁদের পরিবার বোঝেন প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রনা। উৎসব হোক। ধর্ম হোক। মানুষের প্রাণ বাঁচুক।

ফের এই রাজ্যে ডিজিটাল এরেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা : বেশ কয়েকদিন আগে দমদমে রাজ্যসরকারি দুই কর্মী দম্পতি ডিজিটাল এরেস্টে এর শিকার হন। গৃহবন্দি এবং ২৪ ঘন্টা লেন্সবন্দি ছিলেন দুমাস। মোট ৬ দফায় ৫২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। সূত্রের খবর অনুযায়ী সম্প্রতি আবার নিউটাউনের বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী মিহির কুমার রায় বিধাননগরের সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন। এক ব্যক্তি ফোন করে মিহিরবাবুর সঠিক আধার নম্বর বলে আর্থিক তছরূপের মামলায় ডিজিটাল গ্রেফতারির ফরমান জারি করে। গ্রেফতারি এড়াতে এক কোটি পয়সট্টি লক্ষ টাকা নিয়ে নেয় প্রতারকরা। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে প্রতারক ওই টাকায় সোনা কিনেছেন। সেই সূত্র ধরে গুজরাতে পৌঁছয় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দীপেন বিনোদ গ্রেফতার হয়। সেই সঙ্গে আরো কোনো ব্যক্তি এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা তার তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্যাংক এর জমানো পুঁজি থেকে শুরু করে সমস্ত লিংক আধার এর সঙ্গে থাকায় সাইবার ক্রাইম অপরাধীরা সহজে সাধারণ মানুষের সমস্ত টাকার হদিস পেয়ে যাচ্ছে । কোনো তথ্যের গোপনীয়তা থাকছেনা। আগামীদিনে এর প্রভাব আরো বাড়বে। মাশুল গুনবে সাধারণ খেটে খাওয়া নিপাঠ মধ্যবিত্ত। এই চক্রান্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি সেটাই সময় হয়তো বলে দেবে।

শহরে হলুদ ট্যাক্সি, নতুন সাজে

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতা : ছোটবেলায় কলকাতা শহরে আসা মানেই মা এর হাত ধরে "আকাশবাণী ভবন"। মনে পড়ে হাতে গোনা ক'টা দিন হাওড়া স্টেশন থেকে 'আকাশবাণী ' আসতাম হলুদ ট্যাক্সিতে। কলকাতার রাজপথে সদর্পে দাঁড়িয়ে থাকতো হলুদ ট্যাক্সি। কলকাতার 'আইকন' বলা যেতেইপারে। সরকারি আইন মেনে ১৫ বছরের পুরোনো গাড়ি বাতিল এবং মারণ রোগ কোভিড এর পর ক্রমশ হলুদ ট্যাক্সি সংখ্যায় কমতে থাকে শহর কলকাতায়। তবে রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে ফের কলকাতায় হলুদ ট্যাক্সি পাওয়া যাবে একদম নতুন ঝাঁ চকচকে চেহারায়। পুরোনো চেহারা পাল্টে এসি ট্যাক্সি চলবে এপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। হিন্দুস্থান মোটরস কোম্পানির গাড়ি না হলেও নতুন মডেলের ট্যাক্সি অনায়াসে পাওয়া যাবে " যাত্রীসাথী " এ্যাপ এর মাধ্যমে। গাড়ির গায়ে আঁকা থাকবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়ার ব্রিজ, মনুমেন্ট এর মতো নানা রকমের ছবি। আপাতত ২0 টি গাড়ি রাস্তায় নামানো হবে। পরবর্তীকালে ৩000 টি হলুদ ট্যাক্সি চলবে রাস্তায়। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন , কলকাতার ঐতিহ্য এই গাড়ি। বিজিবিএস নামে নতুন একটি সংস্থা চুক্তির ভিত্তিতে শহরের রাস্তায় এই হলুদ ট্যাক্সি নামাচ্ছে। স্বাধীনতার আগে থেকেই এই ট্যাক্সি পরিষেবা শহরে ছিল।১৯৬২ সাল থেকেই হলুদ ট্যাক্সি চলেছিলকলকাতায়। এখন অপেক্ষার অবসান ঘটবে কবে সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে বাঙালি।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-2 • Issue - 3 • March 2025 •
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 • Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 • price 5/

সম্পাদকীয়

ঋতুরাজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। বঙ্গবাসী সবাই টের পাচ্ছি। লেপ কম্বল গুটিয়ে ফ্যানের হালকা হাওয়ায় বর্তমান যাপন কলকাতার মানুষের। আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে মার্চ এর শেষ সপ্তাহে জাঁকিয়ে না না ঠান্ডা নয়, গরম পড়বে। বসন্তকাল এলেই মা সরস্বতী দেবীর কথা যেমন এসেই যায় তেমন করে ছোটবেলার আরো কয়েকটি পুজোর কথা মনে পড়ে। ঘেঁটু পুজো। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের " দ্বারভাঙ্গা জেলার রমণী" কবিতায় ঘেঁটু ঘেঁটু ফুলের উল্লেখ আছে। কবি জীবনানন্দ দাশের লেখায় ঘেঁটু ফুলকে উনি " ভাঁটফুল" নামে পরিচিতি দিয়ে গেছেন পাঠকের কাছে। সাহিত্যে 'বসন্ত' বেশ অনেকটা স্থান করেছে এ কথা অজানা নয়। এছাড়া বসন্তের কোকিলের ডাক। অসামান্য। তবে পাঠকদের একটু বলি, সারা বছর কী কোকিলের ডাক শুনতে পান? পাইনা তো। শুধু বসন্তে কেন ডাকে। আর কোকিলের ওই ডাক পুরুষ কোকিলের। স্ত্রী কোকিলকে পুরুষ কোকিল যত মধুর করে ডাকবে স্ত্রী কোকিল তার প্রতি ততই আকৃষ্ট হয়ে মিলনের জন্য পৌঁছে যাবে গাছের ডালে। বসন্তেই তাদের মিলনের প্রকৃত সময়। কিন্তু আমরা সবাই জানি কোকিলের বাসা থাকেনা। অন্য পাখির বাসায় টুক করে ডিম পেরে একটি ডিম সেই বাসা থেকে ঠোঁটে করে ফেলে দিয়ে বাকি ডিমের সঙ্গে নিজের পক্ষীসাবকের জন্ম দেয় অন্য পাখির বাসায়। এ এক অদ্ভুত প্রকৃতির নিয়ম। বসন্তের কথা লিখছি আর দোল পূর্ণিমার উল্লেখ থাকবেনা সে তো হতেই পারেনা।জীবনের আসল রং চাপা দিয়ে লাল, হলুদ, কালো ইত্যাদিতে মেতে ওঠে দেশের মানুষ 'হোলি হ্যায়' বলে। কোথাও শোভাযাত্রা, কোথাও পূর্ণিমার নিশি পালন এবং বৃন্দাবন - মথুরায় রাধা - কৃষ্ণের দোল উৎসব। সব মিলিয়ে জমাটি বসন্তকাল। সারা বছর খুন,রেপ,রাজনীতির গোষ্ঠী কোন্দল, ঘেরাও, ধর্মঘট, লেগেই আছে। বর্তমানে ঘেঁটু পুজো ও হয়না, বসন্তের কোকিল ও ডাকেনা। কারণ কোন গাছের ডালে বসবে কোকিল? গাছ কেটে, জলাশয় বুজিয়ে ফ্ল্যাট উঠছে। একটা সাত থেকে আট কাঠা জমির উপর ফ্ল্যাট এর আট - দশ টি ফ্লোর বানালেই লোকাল কাউন্সিলার (সে যে দলের হোক, সব সমান)এর কোঁচড়ে এক কোটি। এরকম ত্রিশ - চল্লিশ টি ফ্ল্যাট যদি কোনো অঞ্চলে হয় বুঝতে পারছেন? কোনো প্রমান রাখা যাবেনা। তাহলেই কেস। প্রতিবাদ করবেন? কাকে! প্রতিবাদ মানেই খুন হতে হবে। কাটা মুন্ডু পাওয়া যাবে বাগজলা খালে। তদন্ত? গোল্লা। কিচ্ছু হবেনা। এই পোড়া দেশে এসব বিচার হবেনা। কোকিল ডাকবে কোথায়? আট তলার ছাদে? গনগনে রোদে আকাশচুম্বি ছাদের তেতে রডে লোহার রডে কোকিলের পা ঝলসে যাবে। মৃত্যু হবে পাখির। আসল খুনি কী ধরা পড়বে?

কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামের প্রথম দিন

হৈমন্তী রায় ঠাকুর:

১৮৭৩ সাল। কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা ছিল সেই সময়। "দ্যা ইংলিশম্যান" কাগজে প্রকাশিত এই তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারি। সেই সময় কলকাতার গণপরিবহনে এর যে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব ছিল তা বলাই বাহুল্য। প্রথম দিনেই এক হই হই কান্ড শুরু হয় কলকাতা শহর জুড়ে। প্রথম চলবে কলকাতায় ট্রাম। উত্তেজনায় মানুষ টগবগিয়ে ফুটছিল সেই সময়ের আর্টিক্যাল পড়লে জানা যায়। এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতার মানুষ। ঘোড়ায় টানা আজব 'টেরামগড়ি'। প্রতিবেদন অনুসারে সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা থেকে জানা যায়, শিয়ালদা থেকে প্রথম ট্রাম ছাড়বে এমনটাই কথা ছিল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে সারা শহরের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল শেয়ালদায়। জনজোয়ার বলা যায়, কিন্তু এখনকার জনজোয়ারের সঙ্গে তুলনা করলে একটু ভুল হবে। যাইহোক, সেদিনের প্রথম ট্রাম চালানোর দায়িত্বে ছিলেন মি.সি. এফ. এবারো এবং ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ক্লার্ক। তিনটি ট্রাম প্রথমে ছাড়বে কিছু সময় অন্তর। ট্রামের প্রথম শ্রেণী বা ফার্স্ট ক্লাস একটি আর সেকেন্ড ক্লাস দুটি। সময় তখন সকাল ন টা পনেরো। হু হু করে ধেয়ে আসছে লোক সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে পাগলের মত উঠতে শুরু করেছিল। ট্রামের বগি উপচে পড়ছে। " দ্য ইংলিশম্যান" কাগজের প্রতিবেদন অনুযায়ী আসন সংখ্যা সেকেন্ড ক্লাসে ৪৫ তা নিমেষে ভর্তি হয়ে লোক ট্রামের ছাদে উঠে বসতে শুরু করেছিল। ছাদ কানায় কানায় পূর্ণ তখন ট্রামের গায়ে বাদুরের মত মানুষ ঝুলতে শুরু করল। আসল কথা প্রথম দিন ট্রামে না চড়লে মান থাকবেনা যে। এই ধারণা থেকেই হয়তো এমন পাগলামি মাথায় চেপেছিল কলকাতার মানুষের। শোনা যায় যাঁরা জায়গা পাননি শেষ পর্যন্ত লড়াই করে তাঁরা রীতিমত ভেঙে পড়েছিলেন মানসিকভাবে। সেকেন্ড ক্লাসের তো হাল এই। এবারে আসি ফার্স্ট ক্লাসের কথায়। প্রথম ট্রাম। প্রথমে ছাড়বে। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে সাকুল্যে পাঁচ জন যাত্রী। তিনজন সাহেব আর দুজন দেশের মানুষ। পাঁচজনকে নিয়ে তো দিব্যি এগিয়ে চলতে শুরু করলো ঘোড়ায় টানা ট্রাম। কিন্তু মজার বিষয় সেকেন্ড ক্লাসে তো ওই অবস্থা। ট্রাম এগোচ্ছিলো না। সাড়ে ন টা নাগাদ প্রথম ট্রাম চলতে শুরু করলেও দ্বিতীয় ট্রাম তো লাইন দিয়ে গড়াতেই পারছেনা। সেই সময় ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে ট্রাফিক সুপারিটেন্ডেন্ট মিস্টার ব্যান্ডার সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তিনি চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পিঠে সপাং সপাং মারলেন কিন্তু গাড়ি গোড়ালোনা। ট্রাম কর্মচারী কিছু ব্যক্তি দল বেঁধে গাড়ি ঠেলার পর ট্রাম গোড়ালো। ফার্স্ট ক্লাস ট্রাম পাঁচজন যাত্রী নিয়ে দুলকি চালে বৈঠকখানা স্ট্রিট পার হয়ে ডালহৌসিতে পৌঁছলো। সেকেন্ড ক্লাস ও পৌঁছলো তবে অতীব কষ্টে। সবচেয়ে মজার বিষয় ট্রামে চড়ার জন্য যত না মানুষ এসেছিলেন তার থেকে বেশি মানুষ ভিড় করেছিলেন ইস্পাতের লাইনের ওপর ঘোড়ায় টানা ট্রাম কি করে চলে সেটাই দেখতে। অনেকে ট্রামের পিছনে ছুটতে ছুটতে ডালহৌসি পৌঁছে গেছিলেন সেদিন। শুধুই ইতিহাস নয়। নস্টালজিয়া ও সবটা নয়। ঐতিহ্যের পরিবহন যেরকম চলছে বহাল রাখা কাম্য। মানুষ যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন ততই ভালো।

প্রাকৃতিক হাইড্রোজেন মিলেছে আন্দামানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ ন্যাচারাল হাইড্রোজেনের সন্ধান মিলেছে সুদূর আন্দামানে। সমতল নয় মূলতঃ পাথর রয়েছে যেখানেই খনিজ সম্পদের হদিশ মিললে ও মিলতে পারে অন্তত ভূবিজ্ঞানীরা ধারণা। সেই সূত্রে অভিযান, গবেষণা ও সর্বোপরি অন্বেষণ। এতেই সাফল্যের বার্তা মিলেছে। গত সপ্তাহের ইঙ্গিত খোলসা করেছেন - জি এস আই এর অধিকর্তা অসিত সাহা। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তা সম্পর্কে আশার কথা শোনালেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, অন্বেষণের সুবাদেই এই তথ্য মিলেছে। আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ - ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। এর পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে ভূ গর্ভে। উত্তোলনের জন্যে কর্মকান্ড এগিয়ে চলেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোড ম্যাপ গড়ে তোলার পর পরিকল্পনা মাফিক কাজ চলবে। এই মুহূর্তে সারা দেশ জুড়েই চলছে পুরোদমে অন্বেষণের কাজ। প্রতি বছরে কমপক্ষে এক হাজার ব্লক চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যেই ৫০০ টি ব্লক নিলাম করে থাকে কেন্দ্র। প্রসঙ্গতঃ এ দেশে সর্বাধিক খনিজ সম্পদে রাজস্থানের ভূগর্ভস্থ পূর্ণ রয়েছে। এই রাজ্যেও ৩০ টির কাছাকাছি ব্লক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য তথা পশ্চিমবঙ্গের আরও পশ্চিমে অর্থাৎ ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভূগর্ভে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ রয়েছে। ধীরে ধীরে তা উত্তোলনের জন্য চলছে লাগাতর গবেষণা ও অনুসন্ধান।

জগন্নাথ মন্দিরের প্রসঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতাঃ সাগর লাগোয়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘাতে নির্মীয়মান জগন্নাথ মন্দির পরিচালনার জন্য ২৭ সদস্য নিয়ে গঠিত মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটিতে ইসকন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, দীঘার মাসির বাড়ি, কালীঘাট মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন সমেত একাধিক প্রতিষ্ঠানের একজন করে সদস্যকে প্রতিনিধি হিসেবে রাখা হয়েছে। রাজ্য সচিবালয় নবান্নে এই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের উদ্বোধন সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনায় তা উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত কমিটির সদস্যরা পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে যোগ দেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দৈতাপতি এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে ছিলেন কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও। উল্লেখ্য, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পুণ্য লগ্নে সৈকত নগরী তথা সুন্দরী দিঘায় গড়ে তোলা জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্যবাসীরা। মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুতগতিতে শেষ করতে আরও তৎপরতা চলছে। জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগে অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল থেকে মন্দির চত্বরে শুরু হবে যজ্ঞ এর অনুষ্ঠান। বাংলার তথা আপামর বাসিন্দা কাছেই প্রহর গুনে চলেছেন।

পুরুলিয়াতে সোনার সন্ধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতাঃ দেশের সুপ্রাচীন বৈজ্ঞানিক সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সংক্ষেপে জি এস আই খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও গবেষণায় অবিরত কাজ করে চলেছে। এর ফলশ্রুতিতেই মিলেছে ভূগর্ভস্থে সঞ্চিত খনিজ সম্পদের হদিশ। ফলতঃ দেশজুড়েই তিন হাজারের কাছাকাছি ভূবিজ্ঞানীরা কর্মরত। এর মধ্যেই আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে। পুরুলিয়াতে সোনার সন্ধান মিলেছে। কালাপাথর ভূ বৈজ্ঞানিক ব্লকের অন্তর্গত খটঙ্গা গ্রামে মিলেছে

স্বর্ণ। এছাড়াও তা নিয়েও চলছে বিভিন্ন নিজের সন্ধানে নিরন্তর গবেষণা ও অনুসন্ধান। এ প্রসঙ্গে কলকাতায় সদর দপ্তরে নিজস্ব চেম্বারে এক প্রশ্নের উত্তরে সংস্থার অধিকর্তা অসিত সাহা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন - কপার অর্থাৎ তামা, জিঙ্ক, লেড অর্থাৎ সীসা এমন প্রভৃতি সম্পদ মজুতের ইঙ্গিত মিলেছে। খনিজ সম্পদের ভান্ডার রয়েছে বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে সেখানে রয়েছে গ্রাফাইট। তবে ঝাড়গ্রামেও নজর রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির পাশাপাশি সুখবর রয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্য। সেখানে গোরুবাথানে এলাকায় তামা, সীসা ও জিঙ্কের যে প্রাথমিকভাবে সন্ধান মিলেছে তা ইতিবাচক। টিন এর সন্ধান কালিম্পং জেলার ভূগর্ভস্থে সঞ্চিত।

জিএসআই এর ১৭৫ তম বর্ষপূর্তি

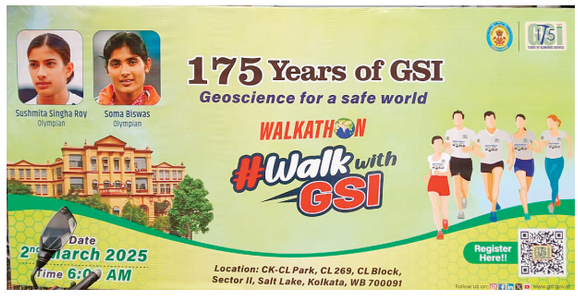

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতাঃ জিএসআই এর ১৭৫ বর্ষপূর্তি। এই উপলক্ষে আগামী ৪ মার্চ দেশজুড়ে তা বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই পালন করা হবে। কেন্দ্রীয় খনি ও কয়লা মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক মাইল ফলকের সূচনা পর্বের উদ্বোধন করবেন কলকাতা শহরে। সরকারি ভাবে তা ঘোষণা করা হয়েছে। ভূবিজ্ঞান কেন্দ্রিক এক জোড়া মোবাইল অ্যাপের পাশাপাশি বিশেষ ডাক টিকিট এবং কভার প্রকাশিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও এর আগে ২ মার্চ, রবিবার সল্টলেকে সংস্থার অধিকর্তা অসিত সাহা মেগা ওয়াকথন এর সূচনা করবেন। এতে ভূবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে ছাত্র ও ছাত্রীরা, নীতি নির্ধারণকারী সংস্থার প্রতিনিধিরাও সেইসঙ্গে সাধারণের যোগদান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই উপলক্ষে ৪০ টি অফিসের বিভাগীয় কর্মী ও অফিসারের সামিল হবেন। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মেগা ওয়াকথনের মধ্য দিয়েই তা স্মরণের পরিকল্পনা রয়েছে। মূলতঃ সর্বস্তরের মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত করা ও সচেতনতার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত। ভূবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করা হবে। সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অন্বেষণের বার্তা পৌঁছেছে। উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে বছরভর নানান অনুষ্ঠান। কলকাতাস্থিত উল্কা মিউজিয়াম তিনদিনের জন্য সাধারণ মানুষের ঘুরে দেখার সুযোগ থাকছে। এর ফাঁকে ভূবিজ্ঞানীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পোস্টার, হাতে আঁকা, স্লোগান ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা শহরে ওই উপলক্ষে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

শতবর্ষে নাট্যকার বাদল সরকার

নবদ্বীপ, ২৮ ফেব্রুয়ারি - বিশিষ্ট নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষের জন্মবার্ষিকী স্মরণের মাধ্যমেই সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান ও বটে। নবদ্বীপের কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র এর উদ্যোগে শুক্রবার বকুলতলা প্রাক্তনী ভবনে এদিন শতবর্ষে বাদল সরকারকেও স্মরণ করা হয়েছে। প্রারম্ভিক পর্বে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়েছে। এরপর তাঁর স্মৃতিতেই হয়েছে স্মৃতিচারণ। উল্লেখ্য, ধারাবাহিকভাবেই নবদ্বীপে নানান ধরণের বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। এর সূত্র ধরেই শতবর্ষে কবি বাদল সরকার বিষয়ক এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। বাদল সরকার প্রধানতঃ একজন নাট্যকার ও পরিচালক এবং অভিনেতা। তৃতীয় ধারার নাট্যদর্শনের তিনি পথিকৃৎ। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক এবং ইন্দ্রজিৎ এর পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে কবিতা। ভোমা, পাখিরা নাটকের সংলাপ তো কবিতার মতই। একটা সময় ডায়েরির পাতায় পাতায় কবিতায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কবি বাদল সরকারের নানান স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই শহরে। শ্রী চৈতন্যদেবের স্মৃতিধন্য নবদ্বীপ শহরের নানান প্রান্তে কর্মকান্ড নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন পীতম ভট্টাচার্য। সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যময় সংলাপের আবৃত্তিতে উত্তম প্রামাণিক। এদিকে, এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মূকাভিনয় - শো। এই পর্বে তা পরিবেশন করেন এই সময়ের বিশিষ্ট মূকাভিনয় শিল্পী কমল নস্কর। বিশিষ্ট মাইম শিল্পী যোগেশ দত্তের এই কৃতি উত্তরসূরি দীর্ঘদিন ধরেই মূকাভিনয়ের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে আসরে। এদিন তিনি বেশ কিছু চরিত্রের চিত্রায়ন করেছেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় দেবাশিস নন্দী।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-2 • Issue - 3 • March 2025 •
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 • Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 • price 5/

কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজিত

কলকাতা, ১ মার্চ (নিজস্ব প্রতিনিধি) – নারায়ণা হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও কলকাতা প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় শনিবার এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ উদ্যোগে হার্ট, বোন ও জয়েন্ট কেয়ার নিয়ে এক হেল্থ চেক আপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এদিন হৃদযন্ত্রের পর্যবেক্ষণ এবং হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা ও অস্থি সন্ধির যত্ন সম্পর্কিত বিষয়ে এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরে এদিন ৭৬ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই কার্ডিওলজি, জেনারেল মেডিসিন, অর্থোপেথিক এবং স্পাইন অর্থাৎ শিরদাঁড়া সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে – ডা. নিবেদিতা সেন, ডা. সৌমিক সরকার, ডা. কুনাল প্যাটেল, সাই ভিকসেথ রাজ বাসানি প্রমুখ। শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থেকে শুরু করে হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষার পাশাপাশি ই সি জি টেস্ট হয়। সেইসঙ্গে ব্লাড সুগার এবং ওজন পরীক্ষা। চার ধরনের রক্ত পরীক্ষা – সি বি সি, ই এস আর, ইউরিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন – ডি, এ্যলক্লাইন ফসফেট সংক্ষেপে এ এল পি ইত্যাদি।

এ রাজ্যে নতুন স্কুল ও পরিষেবা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব আরোপ

নারায়ণা স্কুল কর্তৃপক্ষের ঘোষণা

শতভিষা দত্ত, কলকাতাঃ দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারায়াণা স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও গুণগত মান উন্নয়নের পথেই হাঁটতে চলেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ধাপে ধাপে পড়ুয়াদের কল্যাণে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এদিকে, ৪৮ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণের পর এবার স্কুল পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত নানা বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই নৃত্য, সঙ্গীত, রেডিও জকি, খেলাধূলা – যথাক্রমে দাবা ও ফুটবল সমেত অন্যান্য ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী চিন্তা ভাবনার বাস্তব রূপায়ণে সরাসরি যোগসূত্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, ফুটবলার মেহতাব হোসেন, মুম্বাইয়ের বিখ্যাত মিউজিক স্কুল ফার্টাডোস ও গুরগাঁওয়ের মিউজিক স্কুল টোরিন্স ও রেডিও জকি ভরুণ প্রমুখের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অচিরেই এর সুফল মিলবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ২৮ টি স্কুল রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আরও ৮টি নতুন স্কুল শীঘ্রই খোলা হতে চলেছে । এর ফলে মোট ৩১ টি স্কুলের পরিষেবা বৃদ্ধি করতে চলেছে কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গতঃ নারায়াণা স্কুল পশ্চিমবঙ্গ ও নারায়াণা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের তরফে, আ্যাকাডেমিক হেড প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি কলকাতা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই চুক্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট ফুটবলার মেহতাব হোসেন, রেডিও জকি ভরুণ, মুম্বাইয়ের বিখ্যাত মিউজিক স্কুল ফার্টাডোস এবং গুরগাঁওয়ের মিউজিক স্কুল টোরিন্সের প্রতিনিধিরাও।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্বনামধন্য লেখিকা

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী কর্তৃক প্রশংসিত ও প্রাক্তন পঃ বঃ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কর্তৃক অভিনন্দিত

অপর্ণা মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থসম্ভার

স্বয়ংসিদ্ধ (উপন্যাস)	২০০৲
Self Enlightened (Novel)	২৫০৲
(স্বয়ংসিদ্ধর English verson)	
প্রেম পূজা ফুল (উপন্যাস)	১৮০৲
তুমি আজ কত দূরে (উপন্যাস)	১০০৲
আদম ইভ ও তারপরে (উপন্যাস)	১০০৲
তিন দিগন্ত (তিনটি উপন্যাস সংকল)	৩৫০৲
প্রণয় তৃষ্ণা (উপন্যাস)	১০০৲
ভোরের ফুল (উপন্যাস)	১০০৲
খুঁজে পেলাম তারে (উপন্যাস)	১০০৲

উত্তরাধিকারী (উপন্যাস)	১০০৲
রূপকথা নয় কিন্তু (উপন্যাস)	১২৫
মরুর কান্না (উপন্যাস)	১০০৲
উত্তরসাধক (১০টি গল্পের সংকলন)	২৫০
জীবন যখন যেরকম (সমগ্র ১০টি গল্পের সংকলন)	২০০
ভূতনগরের রূপকথা (ছোটদের ৫টি গল্পের সংকলন)	২০০
ছোটদের শুভ সংবাদ (১০টি গল্পের সংকলন)	১৭৫
সুন্দর গড়ের রাজপুত্তুর (শিশু উপন্যাস)	১০০৲
শিবশ্রদ্ধাঞ্জলি	২০৲
(অনেক অজানা তথ্য ও ২৩ টি রঙিন ছবিসহ এক অনবদ্য ধর্মীয় পুস্তক)	

মুখার্জী পাবলিশার্স
Phone No.: +91 9819667443, email: mohalaya.mp@gmail.com
our website : aparna-mukhopadhyay6.webnoode.com

থানে মহারাষ্ট্র হইতে প্রকাশিত

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com
Price: 5/-